

সিউড়ি আনন্দপুর আদি সর্বজনীন: ৬৪ বছর। আভিজাত্য পূর্ণ পূজো।
জোনাকি: ৪৭ বছর। ছোটো ভীমের থিম।
চৌরঙ্গী: ৩৪ বছর।
থিম: সাগর সংসার।
বর্গালী: ৩৬ বছর।

টেরাকোটার মন্দির। যাত্রিক: ২৫ বছর। ছৌ মুখোশের দেবদেবী। স্বাধীন ভারত ক্লাব: ৪৫ বছর। থিম ছোটো ভীম। রবীন্দ্রপল্লি সর্বজনীন: ৪৩ বছর। বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাদের মণ্ডপ। স্টেশন মোড় সর্বজনীন: ৫৪ বছর। থিম শিশু শ্রমিক। ৬-এর পরি: ৩ বছর। মধুবনী শিল্পের কারুকাণ্ড। বলাকা (সময় পরি): ২৫ বছর। শোলার সাজে দেবদেবী। আমোদপুর চৌরঙ্গীপাড়া সর্বজনীন: আকর্ষণীয় প্রতিমা। আমোদপুর গুরুপল্লি সর্বজনীন: ডাকের সাজ। দশমীতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কাগাস মুখোপাধ্যায় পরিবার: পাকা কলা ও মাস কলাই বলি। আমোদপুর বাবুপাড়া সর্বজনীন: আকর্ষণীয় আলোকসজ্জা। রাজনগরের জয়পুর সর্বজনীন: মন্দিরের আদলে মণ্ডপ। গাংমুড়ি সর্বজনীন: প্রতিমা ও আলোকসজ্জা নজরকাড়া। আদি শেহেরা সর্বজনীন: ৭৪ বছর। থিম গ্রামীণ শিল্প এবং জীবন। তিলপাড়া আদি সর্বজনীন: ৭৭ বছর। সাবেকী প্রতিমা। সনাতন পাড়া সর্বজনীন: ৩৬ বছর। সিউড়ি বাবুপাড়া সাজে সজ্জা: ২৭ বছর। প্রতিমায় সাবেকিয়ানা। সাজানোপল্লি সর্বজনীন: ৬ বছর। সাবেকী প্রতিমা। প্রতিমিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মল্লিক পরিবার: ৩০০ বছর। বসাক পরিবার: বালাগেশের রীতি মেনে পূজো হয়। মালিপাড়া দে বাড়ি: ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত ঘি এবং তেলের প্রদীপ জ্বলে মণ্ডপে। রানিগ্রাম চট্টরাজ পরিবার: প্রাচীন পূজো। খুড়িগড় সর্বজনীন: ছিমছাম মণ্ডপ ও প্রতিমা। বেলেড়া গ্রামের দুর্গা: শতাব্দী প্রাচীন পূজো। সাইথিয়া ছত্রিপাড়া রায় পরিবার: ৩৩২ বছর। ডাকের সাজ। সাইথিয়া ছত্রিপাড়া সিংহ রথতলা পাড়ার ঠাকুরন তলা: প্রাচীন পূজো। রথতলা

ময়ুরেশ্বরের রসুনপুর সর্বজনীন: মন্দিরাকৃতি মণ্ডপ। নওপাড়া রায়চৌধুরী পরিবার: ঢেকার রাজা রামজীবন বংশধরের পূজো। কুমারপুর মিশ্র পরিবার: ঢেকার রাজা রামজীবন বংশধরের পূজো। দক্ষিণগ্রাম রায়বাড়ি: চার শতাব্দিক বছরের প্রাচীন পূজো। লোকপাড়া মোড় সর্বজনীন: আকর্ষণীয় মণ্ডপে ভিন্ন চালির প্রতিমা। এলাকার একমাত্র সর্বজনীন দুর্গা পূজো। লোকপাড়া ঘোষ পরিবার: পাকা মণ্ডপে একচালির মাটির সাজের প্রতিমা। লোকপাড়া বাবুপাড়া: স্থায়ী মণ্ডপে ডাকের সাজের সাবেকী প্রতিমা। হটিনগর মোড় সর্বজনীন: ডাকের সাজের প্রতিমা। দশমীতে বস্ত্র বিতরণ। কোটাসুর মোড় সর্বজনীন: সুদৃশ্য মণ্ডপে আকর্ষণীয় প্রতিমা। কুণ্ডলা মুখোপাধ্যায় পরিবার: বন্দুক দেগে সন্ধি পূজোর সূচনা হয়। নলহাটির কুরুমগ্রাম: একই চত্বরে পাঁচ তরফ ও আট তরফের পারিবারিক পূজা। কুরুমগ্রাম ব্রাহ্মণ পাড়া: সর্বজনীন। কুরুমগ্রাম ঘোষ বাড়ি: নবপত্রিকার পূজো। মেহেগ্রাম: জয়া, বিজয়া মকড়-সহ ১৩ মূর্তি। মেহেগ্রাম চৌধুরীবাড়ি: ডাকের সাজের প্রতিমা। বুজুং গ্রামের চট্টোপাধ্যায়বাড়ি: খণ্ডিত হাতের দশভুজ মূর্তি। বানিওড় রায়চৌধুরী বাড়ি: দড়ি বাঁধা প্রতিমা। বানিওড় চৌধুরীবাড়ি: প্রাচীন পূজো। বানিওড় মোড়লবাড়ি: বৈষ্ণব মতে পূজো। পাইক পাড়া গ্রামের দাসপাড়ার ব্রাহ্মণবাড়ি: শোলার সাজের মূর্তি। বাউটিয়া ওঝাবাড়ি: সাবেক রীতির পূজো। ভদ্রপুর সিংহবাহিনী: প্রাচীন পূজো। নলাটেম্বেরী মন্দির: পার্বতী মায়ের পূজো। মিলনী সজ্জা: ছোটো ভীমের আদলে মণ্ডপ। আপনজন ক্লাব: ঝড়ের থিম ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নলহাটি রয়াল ক্লাব: সাধারণ মণ্ডপ। কালীন্দ্রপুর সর্বজনীন: সাধারণ মণ্ডপ। নলহাটি চালবাজার:



যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা

পাড়া বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার: জমিদারি প্রথা মেনে চমক বহান। ছোট রথতলা পাড়া: ডাকের সাজ। বড় রথতলা পাড়া: ডাকের সাজ। রবীন্দ্রপল্লি: ডাকের সাজের প্রতিমা। যুবগোষ্ঠী ক্লাব: স্থায়ী মণ্ডপ। সোনালী ক্লাব: প্রতিমা ও মণ্ডপ দর্শনীয়। আগমণী ক্লাব: দৃশ্য পটেই আকর্ষণ। মনসাপল্লি ক্লাব: ৫৭ বছর। সিংহ বাহিনী। অগ্নিকৌজ ক্লাব: ১৮ ফুট উচ্চতার দেবী মূর্তি। ইয়ং টাউন ক্লাব: সাবেকী প্রথায় পূজো। মহম্মদবাজার বৈদ্যনাথপুর: সপ্তমীতে রাজপুত ঘরানায় অস্ত্র ও ঘট-সহ নব পত্রিকা আনা ও বিসর্জন। আঙ্গারগড়িয়া পাল ও চৌধুরী পরিবার: নব পত্রিকার পূজো। রঘুনাথপুর চৌধুরী পরিবার: প্রাচীন পূজো। রঘুনাথপুর সূত্রধর পরিবার: প্রাচীন পূজো। কাইজুলি ফ্রেড ক্লাব: ৩৫ বছর। দর্শনীয় আলোকসজ্জা। মহম্মদবাজারে স্পোর্টিং ক্লাব: আকর্ষণীয় মণ্ডপসজ্জা।

মহম্মদবাজার সংগঠন ক্লাব: ২২ দর্শনীয়। রাজনগর গড়রজা সর্বজনীন: বহুরের পূজতে থিম ছোটো ভীম। চমক আলোকসজ্জায়। নাকশ সর্বজনীন: স্থায়ী মণ্ডপে দেবী আরাধনা। ততিপাড়া হাটতলা নবীন সজ্জা: জাঁকজমকপূর্ণ পূজো। ধান্যবনা তরুণ সজ্জা: মণ্ডপে ডাকের সাজের প্রতিমা ও মণ্ডপ। চণ্ডীনগর ফ্রেডস ক্লাব: দর্শনীয় ও প্রতিমা। চন্দ্রপুর একা সর্বজনীন: ২৬ বছরে পড়ল। বক্রেশ্বর সর্বজনীন: সুদৃশ্য মণ্ডপ ও প্রতিমা। দুবরাজপুর উত্তরাঞ্চল: শান্তিনিকেতন নন্দনমেলায় সজ্জা। দুবরাজপুর স্টেশনপাড়া: মনোরম পরিবেশ মন চুঁয়ে যায়। দুবরাজপুর স্পোর্টস

সিউড়ি



মণ্ডপ চন্দ্রপুর একা সর্বজনীন: ২৬ বছরে পড়ল। বক্রেশ্বর সর্বজনীন: সুদৃশ্য মণ্ডপ ও প্রতিমা। দুবরাজপুর উত্তরাঞ্চল: শান্তিনিকেতন নন্দনমেলায় সজ্জা। দুবরাজপুর স্টেশনপাড়া: মনোরম পরিবেশ মন চুঁয়ে যায়। দুবরাজপুর স্পোর্টস

রামপুরহাট

মাড়গ্রাম মাণ্ডব্য সমিতি: নিজস্ব পাকা দালান। বেলুন গ্রামে মিত্রবাড়ি: নবমীর দিন শতাব্দিক ছাগ বলি হয়। গয়াত গ্রাম: রাজা রাম রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত পূজো। চাঁদপাড়া: ১১টি পারিবারিক পূজো। মল্লারপুর অগ্রণী সজ্জা: গ্রাম্য মেয়ে রূপে দুর্গা। সুহৃদ সজ্জা: রাজবাড়ির আদলে মণ্ডপ। রামপুরহাটের আটলা গ্রামে সরকারবাড়ি: পারিবারিক পূজো। খরুণ গ্রামে কর্মকারবাড়ি: পটের দুর্গা। মুরারি দত্ত ঠাকুরবাড়ি: শৈব মতে পূজো। শিবতলাপাড়া মণ্ডলবাড়ি: মোড়ল বাড়ির পূজো বলে পরিচিত। শ্রীফলা ভট্টাচার্যবাড়ি: এখানে কার্তিক ও গণেশ থাকে না। পশ্চিম নিশ্চিন্তপুর সর্বজনীন: মূর্তিতে কাঠের রং। বুলেট ক্লাব: থার্মোকলের কাজ। পূর্ব নিশ্চিন্তপুর সর্বজনীন: ময়ূরপঙ্খী বজরায় চেপে দেবীর আবহন। মহামায়া সজ্জা (বিদ্যাসাগরপল্লি): মহিলা দ্বারা পরিচালিত।

চাকলামাঠ(বিদ্যাসাগরপল্লি): মহিলা দ্বারা পরিচালিত। অষ্টম বর্ষ। ডাকবালা পাড়া সর্বজনীন: সাধারণ মণ্ডপ। হরিজনপল্লি সর্বজনীন: সাধারণ পূজো। সারদাপল্লি: নজরকাড়া আলোকসজ্জা। হরিসভা নারায়ণ মন্দির(হরিসভা পাড়া): মাটির সাজ। চালধোয়ানী পাড়া: পরিচালনায় দীনবন্ধু ক্লাব। শিবমন্দির পূজা কমিটি (শিবতলা): সাবেকী মূর্তি। মিতালি সজ্জা ব্যান্ডেরোড: ৫০ বছর। গণেশ মন্দির আমরা: সাবেকী মূর্তি। তরুণের আহ্বান: থিম কেবল। বিবেকানন্দ রোড সর্বজনীন যুবকবৃন্দ:



সাধারণ মণ্ডপ। হাটতলাপাড়া সর্বজনীন: মূর্তি ১৫ ফুট। সানঘাটপাড়া সর্বজনীন: মন্দিরের আদলে মণ্ডপ। দশেরপল্লী: রাজবাড়ির আদলে মণ্ডপ। কামরপল্লি সর্বজনীন: পাকা দালান। দেশবন্ধু সর্বজনীন: সাধারণ মূর্তি। মহাজনপতি সর্বজনীন: সমুদ্রগর্ভে মা। রেলওয়ে আরজিপাটি: ডাকের সাজ। নবীন ক্লাব: থিম সুন্দরী বাংলা। হাইরোড সর্বজনীন: সাধারণ মণ্ডপ।

কাছারিপতি যুব সম্প্রদায়: ৪৯ বছর। বাঁশের কেয়ার মণ্ডপ সজ্জায় থাকবে সুদৃশ্য কার্টুন। আদ্যাশক্তি সজ্জা: শতাব্দী প্রাচীন। থিম বসুন্ধরা। ভিকিরিবাথ সর্বজনীন: ঘরোয়া পরিবেশে পূজো। সংগ্রাম সজ্জা(মাধুপুকুর দক্ষিণপাড়): চতুর্থ বর্ষ। আদিবাসী পল্লির আদলে মণ্ডপ। শ্যামবাটি যুব সমিতি: ৩৯ বছর। সাবেকিয়ানা। বাঁধগোড়া সর্বজনীন: বিভিন্ন স্তরের মানুষের জন্য নানা প্রতিযোগিতা। ত্রিশূলপাটি সর্বজনীন: রাজস্থানের নাট্য মন্দিরের আদলে মণ্ডপ। স্কুলবাগান সর্বজনীন: ৬৭ বছর। মণ্ডপ জুড়ে রয়েছে পটচিত্র। অগ্রগামী সজ্জা: ৪৯ বছর। শুড়িপাড়ার এই পূজোতে আবেল-তাবোল অবলম্বনে মণ্ডপ সজ্জা। জামবুনি সর্বজনীন: ৩০ বছরে পড়ল। পাহাড়ের মধ্যে দেবীর আরাধনা। ভবনভাঙা আদি সর্বজনীন: সাবেকী প্রতিমা। ৬৯ বছর। সর্পলেহনা দে পরিবার: শতাব্দী প্রাচীন। বিএসিএ মিশন কম্পাউন্ড: বীরভূমের বাউল থিম নিয়ে মাদুর কাঠি ও তালপাতা দিয়ে পরিবেশ বান্ধব মণ্ডপসজ্জা। অরবিন্দ দেবেশ্রগঞ্জ সর্বজনীন: দোয়াত আকৃতির মণ্ডপে থাকছে শিক্ষা ও সংস্কৃতির থিম। পশ্চিম গুরুপল্লি সর্বজনীন: অষ্টম বর্ষে পড়ল। হিরালীনী দুর্গাৎসব: সোনাতুরি জঙ্গলের মধ্যে প্রাকৃতিক ও মনোরম পরিবেশে দেবীর আরাধনা। আদিবাসীদের নানা অনুষ্ঠান। সুকল সরকার দুই বাড়ি: প্রাচীন প্রথা ও রীতি মেনে পূজো। কাঁকুটিয়া চৌধুরী পরিবার: সাড়ে তিনশো বছরের প্রাচীন পূজো। নবাবি আমলের রীতি মেনে পূজো। কোপাই বাণীচক্র ক্লাব: ২৮ বছরে পড়ল। কোপাই

নেতাজি ক্লাব: ৯ বছরে পড়ল। আলবাধা ভূতগোষ্ঠী: ২০০ বছরের প্রাচীন পারিবারিক পূজো। কালুরায়পুর পূর্বপাড়া ঘোষ পরিবার: প্রাচীন পূজো। কোমরপুর রেলগেট: ১৫ বছরে পড়ল। দুমুরিয়া-পলাশভাড়া চণ্ডীমাতা ক্লাব: শতাব্দী প্রাচীন পূজো। সর্পলেহনা আর্ঘ্য ক্লাব: ৩৭ বছর। নওভাঙাল যুবকল্যাণ সমিতি: ষষ্ঠ বছর। আলোকসজ্জায় চমক। ইলামবাজার নায়ক পরিবার: ৩২৬ বছর। প্রাচীন

বোলপুর

প্রথা মেনে দেবীর আরাধনা। ইলামবাজার দত্ত পরিবার: ৪৫০ বছর। ঘুড়িবা মুখোপাধ্যায় পরিবার: ৩০০ বছরে পড়ল। পায়ের ভট্টাচার্য পরিবার: শতাব্দী প্রাচীন পূজো। ইলামবাজার বাসস্ট্যান্ড: প্রাচীন প্রথা মেনে পূজো। পরিমল স্মৃতি সজ্জা: ২৫ বছর। সুকবাজার সর্বজনীন: প্রথম পূজো। খয়েরবুনি সুভাষ সজ্জা: সাবেকী প্রতিমা। নীলভাড়া সর্বজনীন: প্রতিমায় সাবেকিয়ানা। সোনারপল্লি সর্বজনীন: ১২ বছর। ভগবতী বাজার সর্বজনীন: আকর্ষণীয় মণ্ডপসজ্জা। নানুর ব্রহ্মপতি আমরা ক'জন: মন্দিরাকৃতি মণ্ডপ। সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নানুর বিশালাক্ষী ভট্টাচার্য পরিবার: জলঘড়ি থেকে সন্ধিপূজোর সময় নির্ধারণ। শুয়ার বলি দিয়ে ঘট ভরার প্রথা রয়েছে। নানুর বাসস্ট্যান্ড সর্বজনীন: ভিন্ন চালির আকর্ষণীয় প্রতিমা। নবমীতে মহাৎসব। সাকুলিপুর যুব গোষ্ঠী: ভিন্ন চালির প্রতিমা। উচ্চরপ সাহাপাড়া: স্থায়ী মণ্ডপে সোনার



সাজের প্রতিমা। সপ্তমী থেকে দশমী যাত্রানুষ্ঠান। কুমিড়া মিত্র পরিবার: ১৫০ বছর। স্থায়ী মণ্ডপে একচালির প্রতিমা। সাওতা মজুমদার পরিবার: ২৫০ বছর। পটের প্রতিমা। কীর্ত্তাহার পড়ল। দুমুরিয়া-পলাশভাড়া চণ্ডীমাতা ক্লাব: শতাব্দী প্রাচীন পূজো। সর্পলেহনা আর্ঘ্য ক্লাব: ৩৭ বছর। নওভাঙাল যুবকল্যাণ সমিতি: ষষ্ঠ বছর। আলোকসজ্জায় চমক। ইলামবাজার নায়ক পরিবার: ৩২৬ বছর। প্রাচীন

পরিক্রমায়: অরুণ মুখোপাধ্যায়, ভাস্করজ্যোতি মজুমদার, অর্ঘ্য ঘোষ, অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়, দয়াল সেনগুপ্ত ও মহেন্দ্র জেনা। ছবি: তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়।